মুজিবনগরে মসজিদ নির্মাণ নিয়ে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন, এলাকাবসির মানববন্ধন

ওয়াক্তিয়া মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে মিথ্যা তথ্য দিয়ে এলাকার গণ্যমান্য ও রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় একটি পত্রিকাতে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন এলাকাবাসি।

বুধবার (৯ নভেম্বর) বিকালে মুজিবনগর হাইওয়ে রোডের শিবপুর গ্রাম সংলগ্ন হিড়িগাড়ির মাঠ নামক স্থানে নির্মাণাধীন মসজিদের সামনে আধা ঘন্টাব্যপি এই মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে লিখিত বক্তব্য রাখেন সাবেক সেনা সদস্য ও মসজিদ নির্মাণ কমিটির সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ৬ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম গাজী, মসজিদ কমিটির সহসভাপতি ও ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি বজলুর রশিদ গাইন, স্থানীয় সরকারি চাকুরীজীবি আনিসুজ্জামান শুভসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

তারা বলেন, মুজিবনগর বাইপাস সড়কের টেংরামারি ও শিবপুর মাঠের মধ্যে এলাকার সব্জীসহ অন্যান্য ফসল কেনার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন অর্ধশত ট্রাক নিয়ে আসেন। এখানে প্রতিনিয়ত ৪/৫ শ মানুষের সমাগম হয়ে থাকে। সেদিক বিবেচনা করে স্থানীয় মোনাখালি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রফা গাইনের নেতৃত্বে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা হিলিগাড়ির মাঠ নামক স্থানে একটি ওয়াক্তিয়া মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগকে সাগত জানিয়ে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ থেকে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হাজী গোলাম হোসেন মসজিদের জন্য একটি জমি দান করেন। সেই দানকৃত ও সরকারি খাস জমির উপর এলাকার মানুষজন মিলে মসজিদ নির্মাণ শুরু করেছেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন স্থানীয় আওয়ামীলীগের অপর নেতা মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে রবিউল ইসলাম।

পরে সে স্থানীয় আওয়ামীলীগের ইউনিয়ন সভাপতি রফিকুল ইসলাম রফা

গাইন, সাকেত সেনা সদস্য হাবিবসহ ৮/১০ জন সম্মানিয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাদের মাদক ব্যবসায়ী, ইভটিজিংকারী ও চাঁদাবাজ উল্লেখ করে মিথ্য কল্পকাহিণী লিখে উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। এবং ১৪৫ ধারা জারি করে মসজিদটির নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেওয়ার পায়তারা করেন। রবিউল ইসলামের সাথে আতাঁত করে স্থানীয় পত্রিকা মাথাভাঙ্গাতে গত ২৯/১০/২০২২ ইং তারিখে একটি মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করার অভিযোগ তুলে এলাকার মানুষজন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তারা মিথ্যা আবেদনকারি রবিউল ইসলাম ও পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মানববন্ধন করেন।

মানববন্ধনে বলেন, রবিউল ইসলাম একজন দুধর্ষ প্রকৃতির লোক। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। সে ১৯৭১ সালের পর নকশাল তৈরী করে এলাকায় চাঁদাবাজি, লুটতরাজ ও ডাকাতির মত ঘটনা ঘটিয়েছেন। সে একটি ডাকাতি মামলায় আদালত কর্তৃক ৪ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি। সম্প্রতি সে জেল থেকে জামিনে মুক্ত হয়। তার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু পরিবারের নারীদের যৌণ হয়রানিসহ নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। শুধু এই রবিউল মন্ডলের অত্যাচার ও নির্যাতনের কারনে এলাকার ২২ টি সংখ্যালঘু পরিবার গ্রাম ছেড়ে বল্লভপুর গ্রামে পালিয়ে গেছেন বলে অভিযোগ করেন তারা।

এছাড়া সে মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় নাম লেখানোর উদ্যোশ্যে তার আপন বড় ভাই নজরুল মন্ডলের চেয়ে ১ বছর বাড়িয়েছেন। ভোটার তালিকায় দেখা গেছে বড় ভাই নজরুল মন্ডলের জন্ম তারিখ ৫ ডিসেম্বর ১৯৫১ সাল। অথচ মেঝো হয়েও রবিউল ইসলাম তার জন্ম হয়েছে এক বছর আগে। তার জন্ম তারিখ দেওয়া আছে ১ মে ১৯৫০ সাল। নিজে মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও এলাকার অনেকের কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধা বানানোর জন্য টাকা নিয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে বিরুদ্ধে। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় তারা পত্রিকার সংবাদিক ও রবিউল মন্ডলের বিরুদ্ধে তিন জন ব্যক্তি মানহানি মামলা করেছেন বলেও জানান তারা।

মেহেরপুর মল্লিক পাড়ায় ফুড হাব এর উদ্বোধন

স্বল্প মূল্যে উন্নত খাবারের প্রত্যয় নিয়ে মেহেরপুর শহরের মল্লিক পুকুর পাড়ে স্থাপিত হয়েছে ফুড হাব নামের একটি অভিজাত রেস্টুরেন্ট।

বুধবার সন্ধ্যার সময় মেহেরপুর মল্লিক পুকুর পাড়ে ফুড হাব রেস্টুরেন্টে এর উদ্বোধন করা হয়।

এসময় ফুড হাব রেস্টুরেন্টে স্বত্বাধিকারী সাকিব মাহমুদ বাপ্পি মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

ফুড হাব রেস্টুরেন্টে স্বত্বাধিকারী সাকিব মাহমুদ বাপ্পি বলেন আমার এই রেস্টুরেন্টে স্বল্প প্রাইজে উন্নতমানের খাবার যা মেহেরপুরে অন্য কোন রেস্টুরেন্টে পাওয়া যাবে না।

মেহেরপুরে আগাম শিম চাষে ঘুরে দাড়িয়েছেন চাষীরা

সব্জীভান্ডার খ্যাত মেহেরপুর জেলায় চলতি মৌসুমে আগাম শিম চাষে ভাল ফলন ও দাম পাচ্ছেন চাষীরা।

বর্তমান বাজার দর ও আবহাওয়া ভাল থাকলে বিঘা প্রতি এক লাখ টাকা পর্যন্ত শিম বিক্রির আশা করছেন জেলার কৃষকরা।
মুজিবনগরের কোমরপুর, ইসলামপুর, গোপালপুর, টুঙ্গি, সোনাপুর, বলিয়ারপুর, আশরাফপুর, নুরপুরসহ আশেপাশের বিস্তির্ণ মাঠ জুড়ে দেখা যাচ্ছে শিমের বাগান।

যতারপুর গ্রামের শিম চাষী নাসির উদ্দীন বলেন, আমি ২ বিঘা জমিতে চাষ করেছি। তিনি বলেন এক বিঘা জমিতে শিম চাষ করতে ২০ থেকে ২৫

হাজার টাকা খরচ হয়। এক বিঘা জমিতে প্রায় ১০০ মন শিম উৎপাদন হয়ে থাকে।

যতারপুর গ্রামের ফিরাতুল ইসলামের ১ বিঘা, আব্দুল হান্নানের ২ বিঘা, লিটন হোসেনের ২ বিঘা, হারুন আলীর দেড় বিঘা, আশরাফ আলীর দেড় বিঘা, কাঁঠালপোতা গ্রামের আব্দুস সাত্তার মিয়ার দেড় বিঘা, রতন আলীর দেড় বিঘা, কামাল হোসেনের ৩ বিঘা, বাবলু হোসেনের আড়াই বিঘা, জমির উদ্দীনের ৩ বিঘা, পিরোজপুর গ্রামের উজির উদ্দীনের ২ বিঘা, আব্দুল গফুরের ২ বিঘাসহ এলাকার প্রায় ৭০০ চাষী শিম চাষী এই চাষ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। যতারপুর গ্রামের আব্দুল গফুর বলেন, এলাকার চাষীরা অটো, বিস্কুট, হাবিব জাতের শিম চাষ করে থাকেন।

কোমরপুর গ্রামের উজির আলী বলেন, এলাকা থেকে প্রতিদিন শতাধিক ট্রাক শিম দেশের বিভিন্ন এলাকায় যায়। বিশেষ করে ঢাকা, চিটাগাং, বরিশাল, সিলেট খুলনাতে এলাকার চাষীরা শিমের বাজার ধরে থাকে।

মেহেরপুর জেলায় চাষীদের কাছে অর্থকরী ফসল একটি শিম চাষ। শিম চাষ করে এলাকার অনেক চাষী তাদের ভাগ্য বদলিয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারও চাষীরা আগাম শিম চাষ করেছে।

শি চাষী আব্দুস সাত্তার মিয়া জানান, এলাকার চাষীরা প্রথমদিকে ১২০ টাকা কেজি দরে সিম বিক্রি করেছেন। বর্তমানে শিম ৪৫-৫০ টাকা কেজি দরে পাইকারী বিক্রি করছে চাষী। ফলন ভাল হওয়ায় এই দামেই খুশি তারা। এবার বিঘা প্রতি শিম চাষে চাষীদের খরচ হয়েছে ২০-২৫ হাজার টাকা।

কৃষি বিভাগের হিসেবে এবার জেলায় আগাম শিম চাষ হয়েছে প্রায় ২০০ হেক্টর জমিতে।

চাষীরা জানান, ইতোমধ্যে শিমের ভাল দাম পেয়ে শিম বিক্রি করে খরচের টাকা তুলে নিয়েছেন।

জেলা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শঙ্কর কুমার মুজুমদার জানান, এই ফলন যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্য শিমের রোগবালাই প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ে চাষীদের বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি বিভাগের মাঠ কর্মীরা।

আমঝুপিতে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

মেহেরপুরের আমঝুপিতে বিশ্ব খাদ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে এএলআরডি’র সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এ আলোচনা সভার আয়োজন করে।

গতকাল বুধবার সকালে মউকের হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মউকের নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক আজগর আলী, সাবেক ইউপি সদস্য শহীদুল্লাহ ও সমাজসেবক আব্দুর রকিব।

সভায় কৃষি উৎপাদন, সম্ভাব্য খাদ্য পরিস্থিতি ও খাদ্য নিরাপত্তা পারিবারিক কৃষি ও ক্ষুদ্র চাষীদের ভূমিকা, সংকট ও নাগরিকদের করণীয় বিষয়ে আলোচনা উঠে আসে।

সভায় এলাকার ১২টি নারী জনসমবায় দলের ৩০জন দলীয় নেতা ও সদস্য উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রকল্পের এনিমেটর মোঃ শাহিনুর হোসেন বিপ্লব।

মেহেরপুরে হুইল চেয়ার ও অনুদানের চেক বিতরণ

জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আর্থিক অনুদানের চেক ও সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়।

বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চ্যুয়ালি উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন

এমপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ফজলে রাব্বি, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম।

অনুষ্ঠানে সমাজ কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে ৮৯ জনকে ৪ লক্ষ ৭ হাজার ৫০০ টাকার চেক, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র থেকে ৭৫টি, জেলা সমাজসেবা কল্যাণ কমিটি থেকে ২০টি এবং মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২টিসহ মোট ৯৭টি হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়। এছাড়া প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র থেকে ৮টি এবং জেলা সমাজসেবা থেকে ৬টি মোট ১৪ টি হিয়ারিং এইড প্রদান করা হয়।

হুইল চেয়ার পেয়ে সদর উপজেলার নবিছদ্দিন সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, প্রতিবন্ধী হয়ে এখন আর কারো মুখোপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। নিজের ছোটখাটো কাজ গুলো নিজেই করতো পারবো।

মেহেরপুরে দিন ব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার উদ্বোধন

বুধবার সকালে মেহেরপুর উপজেলা চত্বরে উদ্ভাবনের জয় উল্লাসে স্মার্ট বাংলাদেশ এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে ডিজিটাল মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

মেহেরপুর উপজেলার নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুল্লাহ আল বাকির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাশেম এ সময় মেহেরপুর উপজেলা পর্যায়ে ডিজিটাল মেলায় বরাদ্দকৃত বিভিন্ন স্টলে স্কুল, কলেজ এর ছাত্র ছাত্রী এবং

বিভিন্ন সরকারি অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করে।

গাংনীর বামন্দীতে ২টি মিষ্টান্ন ভান্ডারকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা

অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশে মিষ্টি তৈরী ও ওজনে কম দেওয়ার অভিযোগে দুই হোটেল ব্যবসায়ীকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সমন্বয়ে গঠিত ভ্রাম্যমান আদালত।

আজ বুধবার (৯ নভেম্বর) দুপুরের দিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারে এ জরিমানা আদায় করেন।

এসময় র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ও প্রসিকিউটর হিসেবে ছিলেন মেহেরপুর জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ তাজিমুল হক।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, বামন্দী বাজারের মেসার্স হানিফ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কারখানায় অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশে মিষ্টি ও মিষ্টি জাতীয় খাবার তৈরি হচ্ছে। অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা জায়গাতে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে দই মিষ্টি। ফ্রিজের মধ্যে কাচা মাছ মাংশ ও রক্তচর্বির সাথে রাখা হয়েছে রান্না করা খাবার ও ছানা। এছাড়া কর্মচারীদেরও যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি নেই। প্যাকেটজাত দই মিষ্টিতে যথাযথ মোড়কীকরণ আইন মানা হচ্ছেনা। এসব অপরাধে মেসার্স হানিফ মিষ্টান্ন ভান্ডারকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৪৩ ধারায় ৫০ হাজার জরিমানা করা হয়েছে।

এছাড়া একই বাজারের মেসার্স আমিন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার এর বিক্রয়

কেন্দ্রে দই মিষ্টিতে ভোক্তাদের ওজনে ঠকানোর অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৩৭ ও ৪৬ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় বাজার কমিটির মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের অনাকাঙ্ক্ষিত মুল্য বৃদ্ধির বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করা হয়েছে।

গাংনীতে দিন ব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার উদ্বোধন

‘উদ্ভাবনী জয়োল্লাসে স্মার্ট বাংলাদেশ ‘এই প্রতিপাদ্যে গাংনী উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে দিনব্যাপি ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে ।

আজ বুধবার (৯ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৯ টার সময় মেলার প্রধান অতিথি মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান ফিতা কেটে এ মেলার উদ্বোধন করেন।

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌর সভার মেয়র আহম্মেদ, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, এখন সরকারের সব সেবা ডিজিটাইলজড হয়ে গেছে। ডট গভ ডট বিডিতে প্রবেশ করলে সরকারের সব সেবাসহ হাজার হাজার লিংক পাবেন। বয়স্কভাতা, পেনশন, ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তিসব কিছু এখন অনলাইনেই হয়ে থাকে। তিনি বলেন, তবে মনে রাখতে হবে, ডিজিটালাইজডের ভাল ও মন্দ দুটো দিকই রয়েছে। ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করে অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে এদেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশ পাচার করেছে জুয়াড়িরা। এসব অনলাইন জুয়াড়ি ও মাদকের ব্যপারে জনপ্রতিনিধি ও জনগণকে সচেতন হতে হবে। তাদের সমাজ থেকে চিহিৃত করে

পরিহার করতে হবে।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আব্দুল্লাহ আলম মাসুম অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি আওয়ামীলীগের বিশিষ্ট নেতা মনিরুজ্জামান আতু, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক ও হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান মনি মাষ্টারসহ সরকারি অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ব্যাডমিন্টন খেলতে খেলতেই মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়লো যুুবক

গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামে ব্যাডমিন্টন কোর্টে খেলতে খেলতেই মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়লো কলেজ ছাত্র গিয়ে তামিম রেজা (২০)।

তামিম করমদী গ্রামের পশ্চিম পাড়া এলাকার নাসির উদ্দীনের ছেলে ও স্থানীয় করমদি ডিগ্রী কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্র।
মঙ্গলবার (৮ নভেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে করমদী গ্রামে জহরুল ইসলাম, আশিক, উবায়দা, শাকিবসহ অন্যান্যদের অন্যান্য বন্ধুদের সাথে ব্যাডমিন্টন খেলতে গিয়ে তামিমের মৃত্যু হয়।

স্থানীয়রা জানান, তামিম ব্যাডমিন্টন খেলার সময় অসুস্থ্য হয়ে কোর্টেই হঠাৎ লুটিয়ে পড়েন। তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় সন্ধানী হাসপাতালে নিলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সন্ধানী হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার নুরে আলম জানান, স্ট্রোক জনিত কারণে তামিমের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়কের বাসাতে চুরি

এবার মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়কের বাসার তালা ভেঙ্গে চুরি সংঘটিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে যে কোনো সময় এই চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করছে পুলিশ বিভাগ।
সংঘবদ্ধ চোরের দল তত্বাবধায়ক ডা. জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তারের সরকারি কোয়ার্টারের বাসার দরজার হুক তুলে ফেলে ঘরে ঢুকে নগদ ৫০ হাজার টাকা ও একটি মোবাইল ফোন নিয়ে গেছে। এসময় ডা.জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার খুলনাতে একটি মিটিং এ রয়েছেন।

মেহেরপুর সদর থানার তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত কেরেছেন।

তিনি জানান, সন্ধ্যার দিকে হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা.মোখলেছুর রহমান নামাজে যাওয়ার সময় প্রথমে দরজা খোলা দেখে সেখানে গিয়ে চুরির ঘটনা জানতে পারেন।

চোরের দল টাকা ও মোবাইল ফোন নিয়ে গেলে ল্যাপটপ এবং ট্যাব নেননি। তার বেডরুমের উপর কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও পোশাক ছড়ানো ছিটানো ছিলো বলে জানান তিনি। এঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানান ওসি তদন্ত।
তত্বাবধায়ক জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার খুলনাতে থাকায় তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি